দামুড়হুদার কানাইডাঙ্গাতে শিশুকে জবাই করে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের ইয়ামিন হোসেন নামের ৭ বছর বয়সী এক শিশুকে আমবাগানের ভিতরে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের একটি আমবাগানে থেকে তার লাশ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। নিহত ইয়ামিন কানাইডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের নাতি ও মুজিববনগর উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর মায়ের সাথে নানার বাড়িতে থাকতো ইয়ামিন।

ঘটনার পর থেকে হত্যাকারী জাহিদ পলাতক রয়েছে। হত্যাকারী জাহিদ হাসান(১৬) কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭ ওয়ার্ড কানাইডাঙ্গা গ্রামের মেম্বার আশাদুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুপুরে বন্ধুরা মিলে বাড়ির পাশে খেলা করছিলো ইয়ামিন ও তার বড় ভাই ইমন। এসময় আশাদুল ইসলামের ছেলে জাহিদ হাসান ৩০টা দিয়ে মুড়ি কেনার জন্য ইয়ামিনকে দোকানে পাঠায়। মুড়ি কিনার পর অবশিষ্ঠ থাকা ১০টাকা খরচ করে ফেলে ইয়ামিন। পরে জাহিদ বাকী টাকা চাইলে ইয়ামিন দিতে না পারায় তাকে দড়ি দিয়ে গাছের সাথে বেধে মারধর করে। এসময় ইয়ামিনের বড় ভাই ইমন ভয় পেয়ে পালিয়ে এসে ঘটনা বাড়িতে জানালে পরিবারের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বাড়ির পাশে আম বাগানে ইয়ামিনের জবাই করা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে পুলিশে খবর দিলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ। তিনি জানায় হত্যায় ব্যবহৃত হেসুয়াটি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। শিশু ইয়ামিনের হত্যাকারী জাহিদকে আটক করতে পুলিশ অভিযান চালানো হচ্ছে। হত্যায় ব্যবহৃত রক্তাক্ত হেসোয়াটি এখনো উদ্ধার করা যায়নি। লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, শিশু ইয়ামিনকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় আব্দুল্লাহ্ ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস ট্যুরস অফিস উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় আব্দুল্লাহ ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর আলমডাঙ্গা শাখা অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাইরোডের জেস টাওয়ারে ফিতা কেটে এ অফিসের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল্লাহ এন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস এর নির্বাহী পরিচালক সুমন মিয়া,দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার আলমডাঙ্গার ব্যুরো চীফ প্রশান্ত বিশ্বাস,সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম রোকন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যুরো প্রধান তানভীর সোহেল, দর্শনা পৌর সভার সাবেক কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল্লাহ্ ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর আলমডাঙ্গা শাখা অফিসের ম্যানেজার উৎপল দাস, দর্শনা অফিসের ম্যানেজার সুজন মিয়া, এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী তিতাস,জনি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মও: আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ঊদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, আপনারা এখানে ট্রাভেলস ট্যুরসের ব্যবসা করছেন ভালো। আপনাদের দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা। তবে আমরা আশা করবো আপনাদের দ্বারা এলাকার মানুষ যেনো কেউ প্রতারণার শিকার না হয়। কারণ ইতিপুর্বে দেখা গেছে বিদেশ পাঠানোর প্রলোভনে এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই সর্ব প্রথম এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।

আলমডাঙ্গায় দাফনের গোসলের সময় নড়ে উঠলো লাশ

আলমডাঙ্গায় ক্লিনিকে নেওয়ার পর রোগীকে মৃত ঘোষণা করলেও বাড়িতে ফিরে দাফনের গোসলের সময় জিবিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

পরিবারের লোকজন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে পূণরায় মৃত ঘোষণা করে। এমন খবর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামে ঘটেছে।

মৃত নারী মুক্তা খাতুন (১৮) রোয়াকুলি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী ও একই গ্রামের মহনের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, গত কয়েক বছর পূর্বে রোয়াকুলি গ্রামের মহনের মেয়ে মুক্তার সাথে একই গ্রামের দেলোয়ারের বিবাহ হয়। তাদের দাম্পত্য জিবনে ৬ মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ মুক্তা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন দ্রুত আলমডাঙ্গার ফাতেমা ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। এমন খবর জানার পর পরিবারের লোকজন মুক্তা খাতুনের লাশ বাড়িতে নেয়।

দাফনের জন্য গোসল করাতে গেলে নড়েচড়ে ওঠে বলে পরিবারের লোকজন দাবি করে। পরে মুক্তার লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও মৃত ঘোষণা করেন।

এমন ঘটনা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রাতে মুক্তা খাতুনের দাফন কাজ সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৪৪২ তম আসর অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের পদধ্বনির-১৪৪২তম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সাড়ে চারটার সময় শহীদ আলাউল হলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪৪২তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।স্বরচিত লেখা পাঠ করেন ফয়সাল আহমেদ, মেহজাবিন শাপলা সুমন মালিক,হুমায়ুন কবীর,আনছার আলী,নটরাজ হারুন, আশিকুজ্জামান আসাদ এবং এম এ মামুন।চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন এ্যাড. বজলুর রহমান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুমন ইকবাল । সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উপদেষ্টা এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোলাম কবির মুকুল, অধ্যক্ষ শাজাহান আলী, হোসেন ফারুক,বেঙ্গলী,ডাঃ হেদায়েত উল্লাহ,সাইফুল ইসলাম,আব্দুল হালিম।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা কারাগারে হত্যা মামলার নারী আসামীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে হালিমা খাতুন (৬৫) নামের এক হত্যা মামলার হাজতী আসামির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার দিকে কারারক্ষীরা তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। এসময় জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এসময় জেলা কারাগারের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মশিউর রহমানও জরুরি বিভাগে উপস্থিত ছিলেন। নিহত হালিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা ফার্মপাড়ার মৃত আবু বক্কর সিদ্দীকের স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার সূত্রে জানা যায়, তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এসটিসি-৪৭৪/১৮, জিআর ৪৯/১৬, ৩০২পিসি ধারার আসামি। গত ৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে তাকে প্রেরণ করা হয়। কারাগারেই বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এসমর কর্তব্যরত কারারক্ষীরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। এসময় জেলা কারাগারের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মশিউর রহমান জরুরি বিভাগে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেল সুপার (অ.দা.) ও সহকারি কমিশনার বিএম তারিক উজ-জামান মৃত্যুর সতত্যা নিশ্চিত করে বলেন, বিষয় আমি শুনেছি। ডেথ সার্টিফিকেট এখনো হাতে পায়নি। তবে কারাগারের মেডিকেল অফিসারের দেওয়া তথ্য মতে তিনি স্ট্রোক করে মারাগেছেন।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা : মোটরসাইকেল ভাংচুর, ২ জন আটক, মহিলাসহ আহত ৬

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহের আড়িয়া গ্রামে নির্বাচন পরবর্তী আনারস সমর্থকের বাড়িতে দুষ্কৃতকারিরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে উভয়পক্ষের মহিলাসহ ৬ জন রক্তাক্ত জখম হয়েছে । এ ঘটনায় গ্রামবাসি মোটরসাইকেল ভাংচুর করেছে ২ জনকে আটকপূর্বক উত্তম-

মধ্যম দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
আহতদের মধ্যে জাহাঙ্গীর, আওলাদ ও শামীমের অবস্থা গুরুত্বর হওয়ায় তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দর্শনা থানা ও তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আড়িয়া গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে নৌকা ও আনারস প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। তার জেরধরে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিতুদহ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার ১০-১৫ জন উশৃংখল যুবক দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে মোটরসাইকেল ও আলমসাধুতে করে আড়িয়া গ্রামের বসুতিপাড়া গিয়ে মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে জাহাঙ্গীরের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারিরা জাহাঙ্গীরকে (৫০) হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম ও স্ত্রী মমতাজ বেগম (৪৫), ভাই আওলাদ হোসেন (৫৫) ও আহাদ আলীর ছেলে শিমুল হোসেনকে (১৮) লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। একপর্যায় গ্রামের লোকজন হামলাকারিদের ধাওয়া করে এবং তিতুদহের হাতেমের ছেলে হোসেন আলী (৫০) ও আছেরদ্দিনের ছেলে শামীমকে (৩০) আটক করে বেধড়ক মারপিট করে।
খবর পেয়ে দর্শনা থানাপুলিশ ও তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন এবং আটককৃত হোসেন ও শামীমকে হেফাজতে নেন। আহতদের মধ্যে জাহাঙ্গীর, শিমুল, হোসেন আলী ও শামীমের অবস্থাগুরুত্বর হওয়ায় তাদেরকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার কুদরত এ খোদা বলেন, জাহাঙ্গীরের সেলাই পড়েছে ২০-২৫টি, হোসেনের মাথায় সেলাই পড়েছে ১০-১৫টি। হোসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বোমি হলে রেফার্ড করা লাগতে পারে। গ্রামবাসি জানায় হামলাকারিরা পরিকল্পিতভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে এসে হালাচালিয়েছে। হামলাকারিদের ২টি মোটরসাইকেল ও একটি আলমসাধু আটক করে পুলিশের নিকট হস্থান্তর করেছে।
তিতুদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শুকুর আলী বলেন, আমার দলে কোন উশৃংখ লোকজনের জায়গা নেই। যদি কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তার নিন্দা জানায়। এদিকে জাহাঙ্গীরের ভাই আওলাদ হোসেন বলেন, হামলাকারিদের হামলায় অনেকেই আহত হয়েছে। যারা প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে আছে।
দর্শনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি লুৎফুল কবির বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ৪-৫টি হাসুয়া উর্দ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় প্যারোলে মুক্ত হয়ে মায়ের দাফনে অংশ নিলেন হত্যা মামলার দুই আসামি

দর্শনা কামারপাড়ায় মৃত শাহাত্তাব আলীর স্ত্রী ফুলছিরাতন নেসা
(৮৮) গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেন।
মৃত্যুবরণকারী ফুলছিরাতন নেসার দুই ছেলে একই গ্রামের শামসুলের ছেলে পিল্টু হত্যা মামলায় প্রায় ১৭/১৮ বছর ধরে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে রয়েছে।

মা ফুলছিরাতন নেসার মৃত্যুর কারণে ছেলে আব্দুল মান্নান (৬২) ও আবুল কালাম আজাদ (৫৭) মায়ের দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পরিবারের আবেদনে প্যারোলে মুক্তি পাই।

প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীদ্বয়েরা চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি পুলিশ টিম ও দর্শনা থানা পুলিশ স্কট টিম তাদেরকে নিয়ে যায় নিজ গ্রাম দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে।

গতকাল বুধবার বাদ যোহর মৃত ফুলছিরাতন নেসার নামাজের জানাযা শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।
এরপর দাফনকার্য শেষে আসামীদ্বয় আব্দুল মান্নান ও আবুল কালাম আজাদকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

জীবননগরে ভৈরব নদী খনন, বালু

বিক্রির মহাউৎসব

জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়ন ও আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের এলাকা দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী পুনঃখননের কাজ চলছে। ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী খননে খরচ হচ্ছে প্রায় ৮ কোটি টাকা ৪লক্ষ টাকা । বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ থাকার পরও খননের নামে খননযন্ত্র দিয়ে নদী থেকে বালু তুলে বিক্রি করা দিচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নদী খননের কাজ পাওয়া ঠিকাদার নাসির উদ্দিন মোল্লা কোনো কাজই করছেন না। তিনি ঝিনাইদহ জেলার মোসাব্বির এন্টারপ্রাইজ কে সাব ঠিকাদার হিসাবে কাজ দিয়েছেন। সাব ঠিকাদারের নিকট থেকে আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা মিজা লিটন, যুবলীগ নেতা বিল্লাল,বিপুলসহ এলাকার বেশ কিছু ব্যাক্তি খননের মাটি এলাকার বিভিন্ন মসজিদ,মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নাম করে এলাকার কিছু শ্রমিক নিয়োগ করে স্থানীয় যন্ত্রের মাধ্যমে বালু তুলে গাড়ি প্রতি ১হাজার টাকা দরে বিক্রি করছেন।

যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে,মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রতি কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পযায়)শীষকপ্রকল্পের আওতায় দেশের মরা ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের কিছু অংশ এবং আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কিছু অংশ প্রবহমান ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব নদী খননের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া গত বছর ১৮ডিসেম্বর শেষ হয়। বাকা ইউনিয়নের মুক্তারপুর থেকে ৬ কিলোমিটার ভৈরব নদী থননের কাজ পায় নাসির উদ্দিন মোল্লা নামের একটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৪ লাখ টাকা।

দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ৮ ফিট গভীর করে নদী খনন করা হবে এবং খননকাজের সময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কোন মাটি বা বালু বিক্রয় করতে পারবে না । গত এক মাস ধরে নদী খননের কাজ চলছে অল্প কিছু অংশ খননের কাজ হলেও । কুলতলা গ্রামে নদীর কিছু অংশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয়ভাবে বানানো অন্তত ৬টি খননযন্ত্রের সাহায্যে এবং ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করতে দেখা যায়। উত্তোলন করা বালু পাইপের সাহায্যে নদীর তীর থেকে কিছু দূরে স্থানে স্থানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। সেখানে থেকে বালু বিক্রির পর তা ট্রাক ও ট্রাক্টরে করে দিনের বেলা কিংবা রাতের বেলা বিভিন্ন ব্যাক্তির নিকট টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে।এ যেন দেখার কেউ নেই ।

উপজেলা প্রশাসনকে একাধীকবার বলা এবং লিখিত অভিযোগ করেও এখন ও কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেননি বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় ব্যাক্তিরা।

কুলতলা গ্রামের কৃষক বকুল হোসেন,আকুল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, তাদের চাষের জমির উপর দিয়ে এক সপ্তাহ ধরে ২ টি বালু উত্তলনের পাইপ রয়েছে ।গ্রামের কিছু নেতারা মিলে তারা নদী থেকে বালু তুলে বিক্রি করছে। এতে নদীর মাঝ খানে ৫০ থেকে ৬০ ফিট বেশি গভীর হচ্ছে এবং নদীর ধারে ভাঙন ধরেছে।যার কারনে আমাদের ফসলী জমি নষ্ঠ হচ্ছে।মাঝে ইউএনও সাহেব পাইপ কেটে দিয়েছিল তার পর আবার তারা বালি তুলছে । প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫টি ট্রাক্টর রাত দিন বালি তুলছে । বালি তুলার ফলে এলাকার বসতবাড়ি গুলো হুমকির মধ্যে রয়েছে।কুলতলা গ্রাম থেকে নদী খননের বালি ক্রয় করা ট্রাক্টর চালক পুরন্দ পুর গ্রামের সিদ্দিকের ছেলে আঃ খালেক বলেন,আমি দরুদ মেম্বারের নিকট থেকে গাড়ি প্রতি ১হাজার টাকা দরে বালু ক্রয় করেছি ।গত কয়েক দিন ধরে অনেকেই এখান থেকে বালু নিচ্ছে আমি সোনার পর এখানে এসে ৯গাড়ি বালু কিনে আমার এলাকার কিছু মানুষের কাছে বিক্রয় করছি।

অভিযোগ অস্বীকার করেন সাব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক জাহাঙ্গীর আলম মাখন তিনি বলেন, তাঁরা এক্সকাভেটর দিয়ে নদী খনন করছেন। বালু বা মাটি বিক্রয়কোরীদের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই।স্থানীয় নেতাকমিরা নদী থেকে বালু উত্তলন করছে ।

এ দিকে আওয়ামীলীগ নেতা মিজা লিটন,যুবলীগ নেতা বিল্লালের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মুটোফোনে চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি রিসিপ না করায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি তবে যুবলীগ নেতা বিপুলের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, নদী খনন করা বালু বা মাটি বিক্রি করে কুলতলা গ্রামের মসজিদের উন্নয়ন কাজে দেওয়া হচ্ছে।এখান থেকে বালু বিক্রি করে আমরা কেউ কোন ভাগ নিচ্ছি না ।আমাদের নামে যে অভিযোগ উঠেছে তা সঠিক না।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ আরিফুল ইসলাম বলেন, ভৈরব নদী খননের বালু বা মাটি কোন ভাবেই বিক্রি করার সুযোগ নেই। ৬ কিলোমিটার অংশের খনন করে উত্তোলিত বালু বা মাটি নদীর পাড় বাদার কাজে লাগাতে হবে। আমরা বেশ কিছু অভিযোগের ভিক্তিত্বে কুলতলা গ্রামে ভ্রাম্যান অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং নদী থেকে অবৈধ ভাবে বালু তোলার পাইপ নষ্ঠ করে দেওয়া হয়।এবং বালু যাতে আর না তোলে সে বিষয়ে নিদেশ দেওয়া হয় কোনো অবস্থাতেই কেউ অবৈধ ভাবে নদী থেকে বালু তুলে তা বিক্রি করতে পারবেন না।তবে এ

ধরনের কাজ যদি কেউ করে থাকে তা হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে নদী খননের নামে বাংলা ড্রেজার বসিয়ে বালু ও মাটি উত্তোলনের কারনে হুমকির মুখে পড়েছে এলাকার বেশ কিছু ফসলী জমি।স্থানীয়দের দাবি নদী খননের নামে বালু উত্তোলন বন্ধ না করলে চরম বিপাকে পড়বে সাধারন মানুষ।

আলমডাঙ্গায় এক মাদক ব্যবসায়ীর জেল, অপরজন আটক

আলমডাঙ্গায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের অভিযানে সাকিল (২৫) নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করে। অপর দিকে অভিযানে পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জ থেকে ভুটান নামের আরেক যুবককে আটক করে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য অধিদফতর ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশে আলমডাঙ্গা পৃথক দুটি স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন সময়ে পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জ থেকে ভুটান নামের এক যুবককে নিষিদ্ধ ৭২ পিস বুপ্রেনর ইনজেকশন এম্পুল (কাচের সিসি) উদ্ধার করা হয়।

এছাড়াও গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে সাকিল নামের এক যুবকের কাছ থেকে ৩০ পিস ট্যাপেন্টা টেবলেট উদ্ধার করে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। এসময় সাকিলকে মাদকদ্রব্য অধিদফতর আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা জরিমানা প্রদান করে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারি কমিশনার ও নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ।

এদিকে, পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ৭২ পিস বুপ্রেনর ইনজেকশন এম্পুল (কাচের সিসি) উদ্ধার করা হয়। এসময় আটক করা ভুটান নামের এক যুবককে। ভুটানের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা প্রদান করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ দিকে পৌর এলাকার খান কমিউনিটি সেন্টারে এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার বাবলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির কোন্দলের কারনে এ সংগঠনকে চায়ের দোকানে নিয়ে গেছে। বর্তমানে বিএনপির নেতাকর্মীরা নামে হলেও প্রকাশ্যে আওয়ামীলীগ করে। আমি বিএনপি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মাঠে কাজ করে যাচ্ছি। আজ আমাদের সংগঠনের মধ্যে কোন্দলের কারনে এ দলটি চায়ের দোকানে পরিণত হয়েছে। আওয়ামীলীগ আমাদের শত্রু নয়। আমাদের নেতারা তাদের সংগঠনের অবহেলার কারণে এমনটা পরিণত হয়েছে। আমরা সংগঠনের সকল কর্মীদের নিয়ে চিটারি বাটপারি করতে করতে দলের নেতৃত্ব শেষ করে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে জেদাজেদি ও গ্রুপিং করে আওয়ামীলীগের সঙ্গে গিয়ে আজ বিএনপির অস্থিত্ব হারানোর পথে চলে গেছে।

আজ দেশ নেত্রী বেগম জিয়ার অনুপ্রেরণার কারণে জেলার সকল ইউনিটকে শক্তি শালী করে তুলতে হবে। তৃণমূল থেকে দলকে শক্তি শালী করতে পারলে আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে পারবো।

আমি গ্রুপিং রাজনীতির মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব হয়েছি। আমি জেলার তৃণমূল নেতাকর্মীদের হাত পা ধরে দলকে শক্তি

শালী করতে কাজ করে যাচ্ছি। আজ আপনারা নিজেদের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা চেয়ারম্যানের নির্বাচন করেছে। বিগত ১৫ বছর আমরা জনসভা করতে পারিনি। মাঠে মিছিল মিটিং করতে পারিনি।

বর্ধিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, নুর নবী সামদানী, আমিনুল হক রোকন, মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু, আজিজুর রহমান পিন্টু, জিল্লুর রহমান ওল্টু, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, আজিজুর রহমান, এমদাদুল হক ডাবু, আনিসুর রহমান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহজাহান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিন্টু, মৎস্যজীবী দলের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমূখ।